**কলকাতার উচ্চ আদালতে**

**দেওয়ানি আপিল বিচারক্ষেত্র**

**আপিল বিভাগ**

**উপস্থিত:**

**বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত**

**২০১৯-এর এফএমএটি ১৩৪৪**

**সহ**

**২০২১-এর সিএএন ১**

**সুচিতা দেবী**

**বনাম**

**দ্য ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং অন্যরা**

| | |
|---|---|
| **আপিলকারীর জন্যঃ** | শ্রী অমিত রঞ্জন রায়, আইনজীবী |
| **১ নং উত্তরদাতার পক্ষেঃ** | শ্রী সঞ্জয় পল, আইনজীবী |
| **২ নং উত্তরদাতার জন্যঃ** | শ্রীমতী সুচরিতা পল, আইনজীবী |
| **শুনেছেনঃ** | ২৬.০৯.২০২৩ |
| **বিচারঃ** | ০৪.১০.২০২৩ |

**বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্তঃ**

**২০২১ সালের সিএএন ১**

১. আবেদনকারী/দাবিদারদের পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী তাৎক্ষণিক আপিলকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে ১৬১ দিনের বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে আবেদন করেছিলেন। তিনি মোটর যানবাহন আইন, ১৯৮৮-এর ধারা ১৭৩ (১)-এর অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল দায়ের না করার কারণ দেখানোর জন্য উক্ত আবেদনের ৫ নং অনুচ্ছেদ উল্লেখ করেছেন। তিনি আবেদনটি গ্রহণ করার জন্য এবং উল্লেখযোগ্য পাওয়ার জন্য বিলম্বের ক্ষমা চেয়ে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করেছেন।

২. অন্যদিকে, ১ ও ২ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইঞ্জিবিরা বিলম্ব এর ক্ষমা প্রার্থনার বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন।

৩. উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার পর এবং আবেদনটি পর্যালোচনার পর, আবেদনকারীর দেখানো কারণ সন্তোষজনক বলে মনে হয় এবং গৃহীত হয়েছে। আপিল দায়ের করতে বিলম্বকে এতদ্বারা ক্ষমা করা হয়েছে।

৪. তদনুসারে, ২০২১ সালের সিএএন ১ এইভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

**২০১৯ সালের এফএমএটি ১৩৪৪**

৫. উভয় পক্ষের অনুরোধে, তাত্ক্ষণিক আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য নেওয়া হয় কারণ পক্ষগুলির দ্বারা জমা দেওয়া তাত্ক্ষণিক আপিলের সাথে সহজ বিষয়গুলি জড়িত থাকে। আবেদনকারী আনুষ্ঠানিক কাগজের অনুলিপি প্রদান করেছেন উত্তরদাতাদের কাছে নথিভুক্ত করুন এবং একই নথিভুক্ত করুন।

৬. আবেদনকারী/দাবিদার ২০১৫ সালের এম. এ. সি মামলা নং ১২২-এ লার্নড জজ, মোটর অ্যাক্সিডেন্ট ক্লেইমস ট্রাইব্যুনাল, ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, সুরি, বীরভূম কর্তৃক প্রদত্ত ১০.০৪.২০১৯ তারিখের রায় এবং রায়কে আক্রমণ করেছেন, যার ফলে লার্নড ট্রাইব্যুনাল দাবি আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে অর্থাৎ ৩০শে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত উত্তরদাতা নং ১/ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং উত্তরদাতা নং ২/বাজাজ অ্যালায়েন্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ৬ শতাংশ সুদের সাথে সমান ভাগে একই ক্ষতিপূরণ প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছে কারণ দুর্ঘটনাটি এর কারণে ঘটেছিল, দুটি আপত্তিকর যানবাহন জড়িত সংলাপের দিকে এগিয়ে যাওয়া।

৭. পুরস্কারের পরিমাণ নিয়ে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে, আবেদনকারী/দাবিদার এই তাত্ক্ষণিক আবেদনটি দায়ের করেন যে ১০.১১.২০১৪-এ প্রায় ১টা ৩৫ মিনিটে ভুক্তভোগী সমীর ঢোলি @ঢোলি ডুটি তে ছিলেন বিয়ারিং নং ডাব্লু. বি. ৭৩বি/৫৩৪১ বহনকারী একটি ডাম্পারের খলাসি হিসাবে কর্তব্য এবং উক্ত

ডাম্পার পাচামি থেকে পাথর নিয়ে বাঁকুড়ার দিকে যাচ্ছিল এবং যখন তারা পি. এস. সাদিপুরের নিচে ৬০ নম্বর জাতীয় মহাসড়কের গালাকাটা সেতুর কাছে পৌঁছয়, তখন একটি ট্রাক ডাব্লু. বি. ৩৩সি/২৬৯৭ নম্বর নিয়ে দুবরাজপুর দিক থেকে দ্রুতগতিতে এবং অবহেলার সাথে দ্রুতগতিতে আসছিল, অপ্রত্যাশিতভাবে উক্ত ডাম্পারকে ধাক্কা দেয়, একই সময়ে ডাব্লু. বি. ১১সি/০০৫২ নম্বরের আরেকটি ট্রেলারও দুবরাজপুর দিক থেকে আসছিল যা ভুক্তভোগীর ডাম্পারকে ধাক্কা দেয়। ফলস্বরূপ, চালক এবং ভুক্তভোগী তাদের ব্যক্তির উপর গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। স্থানীয় লোকেরা তাদের কাছে সুরি সদর হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছিল কিন্তু উপস্থিত ডাক্তার ভুক্তভোগীকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন। ভুক্তভোগীর মা হওয়ায় দাবিদার মোটর ভেহিকেলস অ্যাক্টের ১৬৬ ধারার অধীনে লার্নড ট্রাইবুনেলে একটি দাবি আবেদন দায়ের করেন এই যুক্তি দিয়ে যে দুর্ঘটনার সময় তাঁর ছেলে একজন খলাসি ছিল এবং তিনি উক্ত পরিষেবা থেকে প্রতি মাসে ৪,৫০০ টাকা উপার্জন করতেন। তবে, মাননীয় ট্রাইবুনেলে দাবিকারীদের দাবি অনুযায়ী ৪,৫০০ টাকার পরিবর্তে তার মাসিক আয় ৩,০০০ টাকা হিসাবে মূল্যায়ন করতে ভুল করেছে। এর বাইরে, দাবিদারকে ক্ষতিপূরণ বিবেচনা করার সময় কোনও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যুক্ত করা হয়নি। তদনুসারে, এই আদালতে তাৎক্ষণিক আবেদন দায়ের করা হয়েছে ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি।

৮. মামলার প্রাথমিক পর্যায়ে, ডবলু বি ৩৩সি/২৬৯৭ নম্বরের অপরাধী গাড়ির মালিক নোটিশ জারি করা সত্ত্বেও মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি।

তবে, নম্বর বহনকারী অপরাধমূলক গাড়ির মালিক। ডব্লিউবি ১১সি/০০৫২ বকালতনামা দাখিল করে হাজির হন এবং তাঁর লিখিত বিবৃতি জমা দেন। একই সময়ে, উত্তরদাতা নম্বর ১ এবং ২ উভয় বীমা সংস্থা উপস্থিত হয়ে দাবি আবেদনে করা সমস্ত উপাদান তথ্য এবং অভিযোগ অস্বীকার করে তাদের নিজ নিজ লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এবং অবশেষে তারা দাবি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করে দাবিদার কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদন।

৯. বিচার চলাকালীন, দাবিদার সুচিতা দেবীকে পিডব্লিউ ১ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং দাবিদার কর্তৃক দায়ের করা দাবি মামলার সমর্থনে একজন নিত্যা বদিয়াকারকে পিডব্লিউ ২ হিসাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। পিডব্লিউ ১ ঘটনাটিকে এফআইআরে উল্লিখিত হিসাবে বর্ণনা করেছে এবং আরও বেশ কয়েকটি নথি যেমন আনুষ্ঠানিক এফআইআর, চার্জশিট, বাজেয়াপ্ত তালিকা, পিএম রিপোর্ট, বীমা পলিসির জেরক্স কপি, সুমিত ঢোলির আধার কার্ড এবং দাবিদারদের ভোটার কার্ড, মৃত ব্যক্তির একটি আধার কার্ড ১ থেকে ৯ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে, কোনও সাক্ষী উত্তরদাতার পক্ষ দ্বারা পরীক্ষা করা হয়নি। পক্ষগুলির যুক্তি সমাপ্তির পরে, বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল অবশেষে পক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণের স্ক্যানিং এবং প্রশংসা করার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে উভয় অপরাধী যানবাহন উক্ত দুর্ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়বদ্ধ ছিল। দুর্ঘটনাটি মাথায় সংঘর্ষের কারণে ঘটেছিল এবং এই ধরনের দুর্ঘটনার কারণে, গাড়ির খালাসি হিসেবে নিহত ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত আঘাতের কারণে মারা যান এবং অবশেষে প্রধান বিচারক দাবি মামলা দায়েরের তারিখ থেকে তা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বার্ষিক ৬% হারে সুদ সহ ৩,৫৪,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ দেন। উক্ত পরিমাণ উভয় বীমা কোম্পানি দাবিদারকে সমানভাবে প্রদান করবে ।

১০. আপিলকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল বলেন যে, খালাসির প্রকৃত আয় মূল্যায়নে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল ভুল করেছে। দাবিদার দুর্ঘটনার আগে তার আয় ৪,৫০০ টাকা বলে দাবি করেছেন, তবে বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল তার আয়কে প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা হিসাবে অনুমান করেছেন। তিনি ২০১৬ সালের এফএমএটি নং ৮০৬ (অঞ্জলি এবং অন্যান্য বনাম ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কো. লিমিটেড এবং অন্যান্য)-এ এই আদালতের অপ্রকাশিত রায়টিও উল্লেখ করেছেন যে দুর্ঘটনাটি ২০১৪ সালে ঘটেছিল। তাই, তাঁর প্রকৃত আয়ের নথিগত প্রমাণের মাধ্যমে দাবিদার ৪,০০০ টাকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারতেন। শুধু উচ্চ আদালতই নয়, সুপ্রিম কোর্টও বেশ কয়েকটি রায়ে মৃত ব্যক্তির আনুমানিক আয় প্রতি মাসে ৪,০০০ টাকা নির্ধারণ করেছে। প্রতি মাসে ৪০০০/- টাকা হিসাবে গ্রহণ করা উচিত।

১১. আরও বলা হয়েছে যে, **ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি ও অন্যরা** [১], রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকৃত আয়ের সঙ্গে অবশ্যই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যুক্ত করতে হবে কিন্তু সেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে লার্ড ট্রাইব্যুনাল উপেক্ষা করেছে। সুতরাং, দাবিদার প্রণয় শেঠির মামলার (উপরে) সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার পাশাপাশি সাধারণ ক্ষতিপূরণ পাওয়ারও অধিকারী। অবশেষে তিনি বর্ধিতকরণের জন্য অনুরোধ করেন ক্ষতিপূরণের পরিমাণের।

১২. অন্যদিকে, ১ ও ২ নম্বর উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান উকিল বলেন যে, ৩,০০০/- টাকা আয় আইনজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা গৃহীত হয়েছিল কারণ দাবিদার তার প্রকৃত আয় প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং এই আপিল আদালতের কোনও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তাদের স্বাভাবিক ন্যায্যতার ভিত্তিতে জমা দেওয়া হয়েছে যে কেবল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যোগ করা যেতে পারে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত উক্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ।

১৩. উভয় পক্ষের জমা দেওয়ার কথা শুনে এবং রেকর্ডে উপলব্ধ উপকরণগুলি পর্যালোচনার পরে, এই আদালত খুঁজে পেয়েছে যে আপিলকারী/দাবিদার তিনটি বিষয় উত্থাপন করেছেনঃ

প্রথমত, নির্ধারিত ভুক্তভোগীর আয় কি বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল সঠিক কি না?

[১] (২০১৭) ১৬ এস. সি. সি ৬৮০

**দ্বিতীয়ত**, ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড বনাম প্রণয় শেঠি ও অন্যান্য মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে দাবিদার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা পাওয়ার অধিকারী কিনা।

**তৃতীয়ত**, দাবিদার বর্ধিত পরিমাণ পাওয়ার অধিকারী কিনা দাবিদার যেমন দাবি করেছেন?

১৪. এটা বিতর্কিত নয় যে, বিদ্বান ট্রাইব্যুনাল সঠিকভাবে রায় দিয়েছে যে, দাবিদার কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে রাতে সংঘটিত উক্ত দুর্ঘটনার জন্য উভয় অপরাধী যানবাহনই দায়ী। বিদ্বান বিচারক আরও পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, যানবাহনের মুখোমুখি সংঘর্ষের কারণে উক্ত দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। তদনুসারে, উভয় যানবাহনই উক্ত দুর্ঘটনার জন্য সমানভাবে দায়ী। সুতরাং, এই ধরনের  সম্পর্কে পক্ষগুলির দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণের আরও পুনর্মূল্যায়নের প্রয়োজন নেই ফলাফল যেহেতু উক্ত বিষয়টি নিয়ে কোনও বিতর্ক নেই।

১৫. এটা সত্য যে, আপীলকারী/দাবিদার ভুক্তভোগীর প্রকৃত আয় প্রমাণ করার জন্য কোনও ডকুমেন্টারি প্রমাণ আনতে ব্যর্থ হয়েছে যা দুর্ঘটনার আগে প্রতি মাসে ৪,৫০০/- টাকা বলে দাবি করা হয়েছিল। আপীলকারী/দাবিদার আবেদনকারীর দাবির সমর্থনে সাক্ষী হিসাবে ডাম্পারের মালিককে উপস্থাপন করেননি যে ভুক্তভোগী সমীর ঢোলি @ঢোলি খলাসি হিসাবে প্রতি মাসে ৪,৫০০/- উপার্জন করতেন। এমন পরিস্থিতিতে, বিজ্ঞ ট্রাইবুনাল প্রতি মাসে ৩,০০০/- টাকা হিসাবে ধারণাগত আয় হিসাবে মূল্যায়ন করেছে।

এটি স্বীকার করা সত্য যে দুর্ঘটনাটি ১০.১১.২০১৪-এ ঘটেছিল। এটিও স্বীকৃত সত্য যে রেকর্ড থেকে কোনও নথি বা মৌখিক প্রমাণ পাওয়া যায় না যে ভুক্তভোগী একজন খালাসি ছিলেন এবং তিনি প্রতি মাসে ৪,৫০০/- টাকা উপার্জন করতেন। এই পরিস্থিতিতে, তার ধারণাগত আয় ৪,০০০/- হিসাবে মূল্যায়ন করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এই আদালত তার আয়কে একটি ধারণাগত আয় হিসাবে বিবেচনা করতে পারে। যথাযথ ধারণাগত আয় নির্ধারণের জন্য, এই আদালত **লক্ষ্মী দেবী এবং অন্যান্য বনাম মো. তাব্বার এবং আরেকজন** [২], সুপ্রিম কোর্টের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, যেখানে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল যে একজন অদক্ষ শ্রমিকও প্রতিদিন ১০০/- টাকা উপার্জন করতে পারে, তাই আমরা যদি ১০০/- টাকা বিবেচনা করি। একটি অদক্ষ শ্রমিকের জন্য এটি ৩,০০০/- টাকা। কিন্তু ২০০৮ সালে সুপ্রিম কোর্ট এটিই পর্যবেক্ষণ করেছিল। বর্তমান মামলাটি পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের ছয় বছর পর ১ তারিখে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার ভিত্তিতে করা হয়েছে। ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মুদ্রাস্ফীতির হার অবশ্যই অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একইভাবে, ব্যক্তিদের আয়ও একই সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং, এই আদালত নিরাপদে তার আয় প্রতি মাসে ৪,০০০/- টাকা হিসাবে গ্রহণ করতে পারে যা আপিলকারী উপরোক্ত তথ্য এবং পরিস্থিতি এবং এই আদালত দ্বারা আগে গৃহীত বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে দাবি করেছেন। অধিকন্তু, দুর্ঘটনার সময় মৃত ব্যক্তির বয়স ২০ বছরের কম হলে, দাবিদার তার বার্ষিক আয়ের ৪০% এর সমপরিমাণ ভবিষ্যৎ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত গুণক বা সাধারণ ক্ষতিপূরণ নির্বাচনের বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই।

[২] ২০০৮ (২) টি. এ. সি. ৩৯৪ (এসসি)

১৬. উপরের পর্যবেক্ষণের কথা মাথায় রেখে, ক্ষতিপূরণ নিম্নরূপ মূল্যায়ন এর গণনা করা হবেঃ

ক্ষতিপূরণের হিসাব

| | |
|---|---|
| মাসিক আয় | ৪,০০০/- টাকা |
| যোগ করুনঃ ফিউচার প্রসপেক্ট ৪০% | ১,৬০০/- টাকা |
| মোট মাসিক আয় | ৫,৬০০/- টাকা |
| মোট বার্ষিক আয় (৫৬০০X১২ মাস) | ৬৭,২০০/- টাকা |
| নির্ভরতার ক্ষতি ৬৭২০০/- X গুণক '১৮' | ১২,০৯,৬০০/- টাকা |
| কমঃ ৫০ শতাংশ 'ব্যক্তিগত ভুক্তভোগীর খরচ, যিনি ব্যাচেলর ছিলেন' | ৬,০৪,৮০০/- টাকা |
| ডিডাকশনের পরে ক্ষতিপূরণ | ৬,০৪,৮০০/- টাকা |
| যোগ করুনঃ সাধারণ ক্ষতি | ৩০,০০০/- টাকা |
| মোট ক্ষতিপূরণ | ৬,৩৪,৮০০/- টাকা |

১৭. সুতরাং, আপিলকারী/দাবীদার আরও ২,৮০,৮০০/= টাকা (এলডি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত ৩,৫৪,০০০/- টাকা ক্ষতিপূরণ বাদ দিয়ে ৬,৩৪,৮০০/- টাকা) পর্যন্ত বর্ধিত ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী, যার উপর দাবির আবেদন দাখিলের তারিখ থেকে অর্থাৎ ৩০শে জুন, ২০১৫ থেকে চূড়ান্ত অর্থ প্রদান পর্যন্ত বার্ষিক ৬% হারে সুদ প্রযোজ্য হবে।

১৮. জানা যায় যে, আবেদনকারী/দাবিদার ইতিমধ্যে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের আদেশ -এর শর্তাবলীর সুদ সহ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৩,৯৪,০০০/- টাকা পেয়েছেন।

১৯. বিবাদী নং ১/ওরিয়েন্টাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এবং বিবাদী নং ২/বাজাজ অ্যালায়েন্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, ক্ষতিপূরণের বাকি পরিমাণ ৬% হারে সুদসহ চেকের মাধ্যমে চার সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টের বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেলের অফিসে সমান শেয়ারে অর্থাৎ ১,৪০,৪০০/- টাকা জমা দিতে হবে, সাথে বর্ধিত ক্ষতিপূরণের পরিমাণের তাদের অংশের উপর উপরে উল্লিখিত সুদও ৬% হারে।

২০. বিজ্ঞ রেজিস্ট্রার জেনারেল, হাইকোর্ট, কলকাতা, উপরে উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদ জমা করার পরে, যথাযথ সনাক্তকরণের পরে আবেদনকারী/দাবিদারদের পক্ষে পরিমাণটি ছেড়ে দেবে এবং বর্ধিত পরিমাণের উপর অ্যাড ভ্যালোরেম কোর্ট ফি প্রদানের যাচাই সাপেক্ষে, যদি ইতিমধ্যে প্রদান না করা হয়, তবে প্রদানের পদ্ধতি এবং পদ্ধতিতে তার রায় এবং পুরষ্কারে বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা নির্ধারিত ১০.০৪.২০১৯.২১।

২১. উপরের পর্যবেক্ষণগুলির সাথে, তাত্ক্ষণিক আপিল নিষ্পত্তি করা হয়।

২২. ১০.০৪.২০১৯ তারিখের বিদ্বান ট্রাইব্যুনালের বিতর্কিত রায় এবং রায় কেবলমাত্র পূর্বোক্ত পরিমাণে সংশোধন করা হয়েছে। খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ নেই।

২৩. নিম্ন আদালতের নথি সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি রাখুন, যদি প্রাপ্ত, তথ্যের জন্য অবিলম্বে লার্নড ট্রাইব্যুনালে ফেরত পাঠানো হবে।

২৪. সমস্ত পক্ষ রায় এবং আদেশের একটি সার্ভার অনুলিপির উপর কাজ করবে কলকাতার হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আপলোড করা হয়েছে।

২৫. এই রায় ও আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট কপি সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার উপর পক্ষগুলি কে দেওয়া হবে।

**(বিচারপতি অজয় কুমার গুপ্ত)**

পি. আদাক (পি. এ.)

## DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

## দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

**/ Upama Ganguly**